## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার রেলপথ মন্ত্রণালয় প্রশাসন-২ অধিশাখা www.mor.gov.bd

## বিষয়ঃ অংশীজনের অংশগ্রহণে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অনৃষ্ঠিত ৫ম সভা'র কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন, সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়

সভার তারিখ : ১৮ এপ্রিল ২০১৯ সময় : বিকাল ০৩:০০ টা।

স্থান : কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন, ঢাকা।

উপস্থিত কর্মকর্তা ও অংশীজন : পরিশিষ্ট "ক"

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতি মাননীয় মন্ত্রী, রেলপথ মন্ত্রণালয়-এর দৃষ্টি আকর্ষন করে সভায় জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে-এর কর্মকর্তাবৃন্দ, রেলওয়ে সংশ্লিষ্ট ফ্যানক্লাবের সদস্য ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণিপেশার সদস্য উপস্থিত রয়েছেন। এ সকল অংশীজনদের নিয়ে বিগত সভাসমূহে সুষ্ঠু ও নিরাপদ ট্রেন পরিচালনায় বিদ্যমান সমস্যা এবং সমাধানে সম্ভাব্য করণীয়সহ সার্বিক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাক্রমে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সভাপতির আহবানে উপস্থিত সদস্যগণের পরিচয়ান্তে উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয় 'অংশীজনের অংশগ্রহণে' অনুষ্ঠিত বিগত সভাসমূহে গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন। অতঃপর সভাপতি রেলওয়েকে একটি উন্নত যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মতামত প্রদানের জন্য উপস্থিত কর্মকর্তা ও অংশীজনের প্রতি আহ্বান জানান। উন্মুক্ত আলোচনাপর্বে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য ও মতামত উপস্থাপন করেন।

## ২। সভায় নিম্নোক্তভাবে আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়ঃ

| ক্র.নং. | আলোচনা   | সিদ্ধান্ত   | বাস্তবায়নে  |
|---------|--|---|--|
| 2.5     | জনাব আবু নাসের খান, চেয়ারম্যান, পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন<br>সভায় জানান যে, রেলওয়ের প্রণীত মাস্টারপ্লানটি কনসালটেন্টের<br>তৈরি। তিনি উক্ত মাস্টারপ্লানটি বাস্তবতার নিরিখে হালনাগাদ করার<br>অনুরোধ জানান। এছাড়া, তিনি যাত্রী সাধারণের উন্নত রেল সেবা<br>নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি শক্তিশালী "রেলওয়ে পরিকল্পনা ও<br>গবেষণা সেল" তৈরি করার জন্য পরামর্শ দেন যেন রেলওয়ের<br>সমস্যাদি চিহ্নিত করে দুত সমাধান করার জন্য সুপারিশ তৈরি করা<br>যায়। এছাড়া, রেলওয়ের সম্পদের অপচয় রোধ ও যথাযথভাবে<br>রক্ষণাবেক্ষণের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করেন।   | লক্ষ্যে একটি শক্তিশালী "রেলওয়ে পরিকল্পনা ও পবেষণা সেল" গঠন করার উদ্যোগ নিত হবে; এবং  | মহাপরিচালক,<br>বাংলাদেশ<br>রেলওয়ে।  |
| 2.2     | জনাব রাসেল সুমন, প্রভাষক, আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ ও সদস্য, রেলওয়ে ফ্যান ক্লাব সভায় বলেন যে, মেইল ট্রেনগুলোর আধুনিকায়ন করা প্রয়োজন। তিনি চট্টগ্রাম-ময়মনসিংহ রুটে চলাচলকারি মেইল ট্রেনটি মাত্র ২টি কোচ নিয়ে চলাচল করে, যা মোটেই সাশ্রয়ী নয়। এ বিষয়টি ভালভাবে পরীক্ষা করে ব্যবস্হা নেয়ার অনুরোধ জানান। এছাড়া, যে সকল যাত্রীরা স্বল্পদুরে যাতায়াত করে তাদের টিকেটের জন্য আলাদা কাউন্টার খোলার দাবী করেন। এতে যাত্রীসাধারণ চলতি ট্রেনে টিকেট কেটে দুত যাতায়াত করতে পারবে।  জনাব ফিরোজ আলম মিলন, প্রতিনিধি, নিরাপদ সড়ক চাই সভায় বলেন যে, 'নিরাপদ সড়ক চাই'-এর মত 'নিরাপদ রেল চাই' নিয়ে কাজ করার জন্য আগামী ২৪ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ বাংলাদেশ রেলওয়ের সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। | (ক) চট্টগ্রাম-ময়মনসিংহ রুটে মাত্র ২টি কোচ নিয়ে চলাচলকারী মেইলটির আয়- ব্যয় পরীক্ষা করে যথাযথ ব্যবস্হা গ্রহণ করতে হবে; এবং (খ) স্বল্লদূরে যাতায়াতকারী যাত্রীদের টিকেটের জন্য আলাদা কাউন্টার খুলতে হবে। | অতিরিক্ত<br>মহাপরিচালক<br>(রোলিং স্টকস/<br>অপারেশন),<br>বাংলাদেশ<br>রেলওয়ে। |

| ক্র.নং.     | আলোচনা   | সিদ্ধান্ত   | বাস্তবায়নে  |
|-------------|--|---|--|
| ক্র.নং. ২.৩ | জনাব মোঃ আতিকুর রহমান, ওয়ার্ক ফর বেটার বাংলাদেশ (ডব্লিউবিবি), ট্রান্ট প্রজেক্ট ও সদস্য, রেলওয়ে ফ্যান ক্লাব সভায় বলেন যে, বর্তমানে আয়ের চেয়ে ব্যয় অনেক বেশী, বাংলাদেশ রেলওয়েকে স্বনির্ভরতা অর্জন করতে হবে। তিনি বলেন যে, রেলওয়ে টিকেটিং সিস্টেমস প্রস্তুতকারী CNS কোম্পানীকে রেলের টিকেট ক্রয়ের জন্য প্রতি টিকেটে ৫ টাকা এবং ট্রেনের অবস্থান জানার জন্য SMS বাবদ ৭ টাকা দিতে হয়, য়া তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী। এছাড়া, রেলওয়ের নিজস্ব সম্পত্তি কর্মকর্তা থাকা সত্বেও রেলওয়ের সম্পত্তি খুঁজে বের করার জন্য ৪ কোটি টাকায় সেলটক কোম্পানীকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে; রেলওয়ের স্লীপার কারখানা থাকলেও তা বন্ধ রয়েছে; স্টেশনে গাড়ি পার্কিং ব্যবস্থাপনা নেই; কুলিদের সেবামূল্য নির্ধারণ করা নেই। তিনি বনলতা ট্রেনে সংযোজিত Bio-Toilet-এর ব্যবহার ও তা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।  তিনি আরও বলেন যে, বেসরকারি ব্যবস্হাপনায় পরিচালিত একটি ট্রেন যেখানে ১ কোটি ৯০ লক্ষ্ণ টাকা আয় করে সেখানে সরকারি ব্যবস্হাপনায় পরিচালিত একটি ট্রেন আয় করে মাত্র ৭২ লক্ষ্ণ টাকা, যা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন; নতুন কোন প্রকল্প নেয়ার পূর্বে গবেষণা সেলের মতামত নেয়া এবং রেলওয়ের মান্টারপ্ল্যান চূড়ান্ত করার পূর্বে রেলওয়ের সেবা গ্রহীতাসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তানে নয়ে সংশ্লিষ্টদের সাথে আলাদা সভা আয়োজন করে আলোচনা করার জন্য নির্দেশনা দেন। |   | বাস্তবায়নে মহাপরিচালক, মবাংলাদেশ রেলওয়ে।   |
| ₹.º         | জনাব সাজিয়া বিনতে সালেহ্, জন হপকিন্স সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ-এর জনসংযোগ কর্মকর্তা সভায় জানান যে, একজন মা দ্রৌনে চলাচলের সময় যেখানে সেখানে তার শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে পারে না। তাই গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনসমূহে এবং প্রতিটি দ্রৌনে মা ও শিশুদের জন্য একটি করে ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার তৈরি করা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন যে, এসি কোচে LED TV প্যানেল-এ বিনোদনমূল অনুষ্ঠান ও বিজ্ঞাপন প্রচার করলেও সেখানে জনগণের জন্য সচেতনতামূলক বিষয়গুলো দেখানো হয় না। তিনি এ ধরণের কাজে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের কথা জানান। সভাপতি মা ও শিশুদের জন্য ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার তৈরি করার বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখার জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে নির্দেশনা দেন। এছাড়া, এসি কোচে স্থাপিত LED TV-তে জনসচেতনতামূলক বিষয়গুলো প্রচারের ব্যবস্হা করার জন্যও সভাপতি নির্দেশনা দেন।   | TV প্যানেল-এ<br>জনসচেতনতামূলক<br>বিষয়গুলো প্রচারের ব্যবস্হা<br>করতে হবে।   | বাংলাদেশ<br>রেলওয়ে;<br>২। অতিরিক্ত<br>মহাপরিচালক<br>(আই/অপা:),<br>বাংলাদেশ<br>রেলওয়ে;                                  |
| ₹.8         | জনাব মোঃ নাজমুল আলম, এলএম-১/ঢাকা সভায় জানান যে, লোকোমাস্টাররা দায়িত্ব পালনকালে অনেক সমস্যায় পড়েন; তাদের জন্য ভাল রেস্ট রুম নেই; অবৈধ রেল ক্রসিং থাকায় এবং সেখানে কোন জনবল না থাকার কারণে ট্রেন চালাতে অসুবিধা হয়। তিনি আরও বলেন যে, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ, দেওয়ানগঞ্জ, ভৈরব, ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনে অবৈধ যাত্রীদের ট্রেনের ইঞ্জিনে উঠতে না দিলে ট্রেন ঘেরাও করে রাখে। সভাপতি বলেন, লোকোমাস্টারদের বিরুদ্ধে তেল চুরি, অবৈধ মালামাল চোরাচালান, ইঞ্জিনে লোক তোলার অভিযোগ রয়েছে। এ সকল অভিযোগ দূর করার জন্য তিনি লোকোমাস্টারদের নির্দেশ   | (ক) ট্রেনের ইঞ্জিন থেকে তেল চুরি ও ইঞ্জিনে লোক ওঠা বন্ধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং (খ) যে সকল স্থান থেকে ট্রেনে অবৈধ যাত্রী ওঠে সেসকল স্থান চিহ্নিত করে মোবাইল কোর্ট<br>পরিচালনাসহ ব্যবস্থা নেয়ার<br>জন্য রেলওয়ে পুলিশ এবং স্থানীয় জেলা প্রশাসনকে | ১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। বিভাগীয় বাণিজ্যিক কর্মকর্তা (ঢাকা, চট্টগ্রাম, পাকশী, লালমনিরহাট), বাংলাদেশ রেলওয়ে। |

| ক্র.নং. | আলোচনা   | সিদ্ধান্ত  | বাস্তবায়নে  |
|---------|--|--|--|
|         | দেন। এছাড়া, যে সকল স্থান থেকে ট্রেনে অবৈধ যাত্রী ওঠে সেসকল স্থান চিহ্নিত করে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য রেলওয়ে পুলিশ এবং স্থানীয় জেলা প্রশাসনকে অনুরোধ জানাত হবে। জনাব মোঃ শামছুজ্জামান, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, ঢাকা বিভাগের লোকোমাস্টাদের সংগঠনের সাথে আলোচনা হয়েছে। তেল চুরি, চোরাচালান, ইঞ্জিনে লোক তোলা থেকে বিরত থাকার বিষয়ে তাদেরকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।   | অনুরোধ জানাতে হবে।   |  |
| ₹.€     | জনাব মরণ চন্দ্র দাস, স্টেশন মাস্টার, ঢাকা বিমানবন্দর সভায় জানান যে, ঢাকা বিমানবন্দর ডি ক্লাস স্টেশন থেকে বি ক্লাস স্টেশনে উন্নীত হয়েছে। বিমানবন্দর স্টেশনে স্টেশন মাস্টারের পদ ছাড়া আর কোন পদের মঞ্জুরী নেই; বিভিন্ন দপ্তর হতে Deputation-এ নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে কর্মচারিরা কাজ করেন। এছাড়া, বিমানবন্দর স্টেশনে যাত্রীদের সংখ্যা ক্রমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু স্টেশনটি পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য কোন সরকারি সুইপার নেই; সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য নিয়োজিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ৩০জন সুইপার নিয়োগ করলেও ১০জনের বেশী কাজে পাওয়া যায় না। জনাব মোহাম্মদ সফিকুর রহমান, বিভাগীয় বাণিজ্যিক কর্মকর্তা (ঢাকা), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, বিজ্ঞাপন প্রচারের বিপরীতে ১৫জন সুইপার নিয়োগ করে স্টেশনটি পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য একটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ৩ বছরের চুক্তি হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, চুক্তি অনুযায়ী সেবা না পেলে তা বাতিলের উদ্যোগ নিতে হবে। সভাপতি আরও বলেন যে, রেল স্টেশন, স্টেশনের বাথরুম ও গেস্ট রুম নোংরা থাকে এবং যাত্রীরা সুষ্ঠুভাবে টিকেট কাটতে পারে না। তিনি সিটি কর্পোরেশনের ঝাড়ুদারদের ন্যায় ভোর ৫:০০ টা হতে স্টেশন ও স্টেশন এলাকা পরিস্কার-পচ্ছিন্নতা করার নির্দেশনা দেন।                                  | কে) বিমানবন্দর স্টেশনটি পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য বিজ্ঞাপন প্রচারের বিপরীতে নিয়োজিত সুইপার সঠিকভাবে কাজ না করলে চুক্তি বাতিলের উদ্যোগ নিতে হবে; এবং (খ) ভোর ৫:০০ টা হতে রেল স্টেশন, স্টেশন এলাকা, প্ল্যাট ফরম, স্টেশনের বাথরুম, ও গেস্টরুম পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা গ্রহণ করতে হবে। | ১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আই/অপা:), বাংলাদেশ রেলওয়ে;                     |
| ઝ       | জনাব আবুল বাসার ঢালী, গার্ড গ্রেড-১ (এ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা সভায় জানান যে, ঢাকা বিমানবন্দর, জয়দেবপুর, ভৈরব, রান্দাণবাড়িয়া, নরসিংদী ও আখাউড়া স্টেশনে Standing Ticket ধারী যাত্রী বেশি থাকে। এ সকল স্টেশনের যাত্রীদের কারণে দূরপাল্লার যাত্রীদের অনকে সমস্যা হয়। জনাব মোঃ মিয়াজাহান, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৪৩ লক্ষ যাত্রী কমলাপুর স্টেশন থেকে বিভিন্ন গন্তব্যে গিয়েছে, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বেড়ে ৯৮ লক্ষ যাত্রী হয়েছে; ফলে ক্রমান্বয়ে রেলের যাত্রী সংখ্যা ও চাপ বাড়লেও সেই তুলনায় সক্ষমতা বাড়ছে না। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে বলেন যে, যাত্রীদের চাহিদা বহুপুণে বেড়েছে কিন্তু পর্যাপ্ত জনবল না থাকায় কাঞ্জিত সেবাদানে সমস্যায় পড়তে হয়। তিনি রেলের সম্পূর্ণ সক্ষমতা কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে উন্নত সেবাদানের আশ্বাস দেন। সিটি কর্পোরেশনের স্হানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর বলেন য়ে, রেল লাইনের আশে-পাশে থাকা বন্তি উচ্ছেদ করা গেলে মাদক সমস্যা দূর করা যাবে। তিনি প্রতি বছর ট্রেনের ভাড়া বৃদ্ধি করার জন্য সুপারিশ করেন। মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে, আন্ত:নগর, লোকাল, কম্পিউটার, মেইল ট্রেনগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে। | মেইল ট্রেনগুলো সুষ্ঠুভাবে<br>পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট  | ১। মহাপরিচালক,<br>বাংলাদেশ<br>রেলওয়ে;<br>২। অতিরিক্ত<br>মহাপরিচালক<br>(অপারেশন)<br>বাংলাদেশ<br>রেলওয়ে; |

| ক্র.নং. | আলোচনা  | সিদ্ধান্ত                       | বাস্তবায়নে       |
|---------|---|---------------------------------|-------------------|
| ২.৭     | সভার সমাপনী পর্বে আলোচনায় অংশ নিয়ে মাননীয় মন্ত্রী, রেলপথ     | (ক) রেল সেবার মান উন্নয়ন ও     | ১। মহাপরিচালক,    |
|         | মন্ত্রণালয় বলেন যে, পৃথিবীর যে দেশ যত উন্নত, সে দেশরে রেল      | সময়মত ট্রেন পরিচালনায়         | বাংলাদেশ          |
|         | ব্যবস্হা তত উন্নত। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও ব্যবস্হাপনার অভাবে রেল    | করণীয় সম্পর্কে যাত্রী          | রেলওয়ে;          |
|         | পিছিয়ে রয়েছে। তিনি রেল সেবার মান উন্নয়ন ও সময়মত ট্রেন       | সাধারণের মতামত ও চাহিদা         | ২। অতিরিক্ত সচিব  |
|         | পরিচালনায় করণীয় সম্পর্কে যাত্রী সাধারণের মতামত ও চাহিদা       | জানার জন্য আগামী ঈদ-উল          | (প্রশাসন), রেলপথ  |
|         | জানার জন্য আগামী ঈদ-উল ফিতরের পর একটি সভা/গণশুনানী              | ফিতরের পর একটি সভা/             | মন্ত্রণালয়       |
|         | করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। রেলওয়ের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারসহ   | গণশুনানী আয়োজন করতে            |                   |
|         | রেলওয়ের উন্নয়নের লক্ষ্যে যে সকল পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণ করা | হবে;                            |                   |
|         | হয়েছে, তা বাস্তবায়নের জন্য সকলকে একযোগে কাজ করার ওপর          | (খ) রেলের আয় বৃদ্ধিকল্পে যথাযথ |                   |
|         | তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি যাত্রীসাধারণ ও মালামাল পরিবহণের     | পদক্ষেপ গ্রহণ তরতে হবে;         |                   |
|         | মাধ্যমে রেলের আয় বৃদ্ধিকল্পে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার          | এবং                             |                   |
|         | নির্দেশনা দেন। স্টেশন ও ট্রেনে হিজরা ও হকারদের উৎপাত বন্ধ       | (গ) স্টেশন ও ট্রেনে হিজরা ও     | ৩। অতিরিক্ত পুলিশ |
|         | এবং যাত্রীদের মালামাল চুরি ও ছিনতাই রোধে কঠোর ব্যবস্হা          | হকারদের উৎপাত বন্ধ এবং          | মহাপরিদর্শক,      |
|         | গ্রহণের জন্য রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী এবং রেলওয়ে পুলিশকে       | যাত্রীদের মমালামাল চুরি ও       | রেলওয়ে পুলিশ/    |
|         | নির্দেশ দেন।  | ছিনতাই রোধে কঠোর                | চীফ কমান্ডার      |
|         |   | ব্যবস্হা গ্রহণ করতে হবে।        | (পূর্ব/পশ্চিম)    |
|         |   |                                 | রেলওয়ে নিরাপত্তা |
|         |   |                                 | বাহিনী            |

৩। পরিশেষে সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষ্যতেও রেলপথ মন্ত্রণালয়কে সবধরণের সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। অতঃপর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন) সচিব

নং-৫৪.০০.০০০.০৮.০৬.০৩৩.১৮-

তারিখঃ 

----ম ২০১৯

## বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থেঃ

- ১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
- ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
- ৩। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ, কমলাপুর, ঢাকা।
- ৪। জনাব মোঃ মাহবুব কবীর, সদস্য (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
- ৫। যুগ্মসচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
- ৬। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস/এমএন্ডসিপি/অপারেশন/আই), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
- ৭। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
- ৮। প্রধান সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা।
- ৯। বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক (ডিআরএম); ঢাকা/পাকশী/লালমনিরহাট/চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
- ১০। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
- ১১। চেয়ারম্যান, নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলন, ৭০ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
- ১২। চেয়ারম্যান, পরিবেশ বাচাঁও আন্দোলন, বাড়ী ৫৮/১, ১ম লেন, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫।
- ১৩। সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন, ৯/১২ ব্লক-ডি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।
- ১৪। জনাব.....।

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে):

১। সচিবের একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।

(আলতাফ হোসেন সেখ) উপসচিব